যুগান্তর

তারিখ ০৬ OCT 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

মেডিকেলে ভর্তি আন্দোলন

আজ রাত ১২টার মধ্যে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত চায় শিক্ষার্থীরা

যুগান্তর রিপোর্ট

সরকারকে আজ রাত ১২টা পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছে ২০১৫-১৬ শিক্ষা বর্ষের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা বাতিল এবং আবার পরীক্ষা গ্রহণের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এ সময়ের মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা বাতিল এবং আবার পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত না এলে আগামীকাল বুধবার মহাসমাবেশ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। সোমবার ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি পালনকালে এসব কর্মসূচি ঘোষণা করে শিক্ষার্থীরা। পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী সোমবার আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা সকাল ৯টা থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি পালন শুরু করে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সংখ্যাও বাড়তে শুরু করে। তারা এ সময় আন্দোলনের পক্ষে নানা ধরনের স্লোগান দিতে থাকেন।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সংগঠক সুমন হোসেন সোমবার যুগান্তরকে বলেন, 'পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী আমরা আজ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছি। এখান থেকে আগামী দু'দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। এরমধ্যে মঙ্গলবার রাত ১২টা পর্যন্ত সরকারকে আলটিমেটাম দেয়া হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে যদি সরকার আমাদের দাবি অনুযায়ী পরীক্ষা বাতিল এবং আবার পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত না নেয়, তাহলে আগামীকাল বুধবার সারা দেশের শিক্ষার্থীরা ঢাকায় এসে মহাসমাবেশ এবং বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবে।' একই সঙ্গে দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজে এক ঘণ্টা কর্মবিরতি এবং ইন্টার্ন চিকিৎসকদের এক ঘণ্টা কর্মবিরতি পালনের আহ্বান জানানো হয়। **শিক্ষার্থীরা : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪**

শিক্ষার্থীরা : সিদ্ধান্ত চায়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

এছাড়া নির্ধারিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজও সকাল ১০টা থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি পালন করবে শিক্ষার্থীরা। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশকারী বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে বুধবার সারা দেশে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনের ঘোষণা দেয়া হয়। এ সময় তারা ৪ দফা দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেয়। দাবিগুলো হল— মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ফল বাতিল, আবার পরীক্ষা গ্রহণ, আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশি হামলার বিচার এবং প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান। ১৮ সেপ্টেম্বর দেশের মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার পর প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বলা হয়, ভর্তি পরীক্ষার আগের রাত থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রশ্নের অনুলিপি পাওয়া গেছে তার সঙ্গে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নের মিল রয়েছে। ২০ সেপ্টেম্বর পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর থেকে পরীক্ষা ও ফলাফল বাতিল করে আবার পরীক্ষা গ্রহণের দাবি জানিয়ে আসছে শিক্ষার্থীরা। তবে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখেই ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে মেডিকেল কলেজগুলোয় ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে— যা ইতিমধ্যে শেষের পথে। এছাড়া বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর পক্ষ থেকেও ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দেয়া শুরু হয়েছে। রোববার সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে গুজব বলে অভিহিত করেছেন। একই সভায় স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. দীন মোহাম্মদ নূরুল হক প্রশ্নপত্র ফাঁস না হওয়ার বিষয়ে নানা তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেন।

সিলেটে প্রশ্ন ফাঁসের চিত্র প্রদর্শনী : সিলেটে মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদ ও নতুন করে পরীক্ষা নেয়ার দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। এর ধারাবাহিকতায় তারা সোমবার নগরীর চৌহাট্টার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে প্রশ্নপত্র ফাঁসের চিত্র প্রদর্শনী ও মানববন্ধন করে। এতে শিক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার প্রমাণস্বরূপ বিভিন্ন স্ক্রিনশটের চিত্র প্রদর্শন করে। পরে এক বিক্ষোভ মিছিলও বের করে তারা। মিছিলটি শহীদ মিনার থেকে নগরীর কোর্ট পয়েন্টে গিয়ে শেষ হয়।